



[ishwarerain.org](http://ishwarerain.org)

## পরিশিষ্ট ৮ক: মন্দিরের প্রয়োজন হয় এমন ঈশ্বরের আইনসমূহ

এই পৃষ্ঠাটি একটি ধারাবাহিক অধ্যয়নের অংশ, যেখানে ঈশ্বরের সেই আইনসমূহ আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো কেবল তখনই পালন করা সম্ভব ছিল, যখন যিরূশালেমে মন্দির বিদ্যমান ছিল।

- পরিশিষ্ট ৮ক: মন্দিরের প্রয়োজন হয় এমন ঈশ্বরের আইনসমূহ (এই পৃষ্ঠা)।
- পরিশিষ্ট ৮খ: বলিদানসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮গ: বাইবেলীয় উৎসবসমূহ — কেন আজ একটি-ও পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঘ: শুদ্ধিকরণের আইনসমূহ — মন্দির ছাড়া কেন সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঙ: দশমাংশ ও প্রথম ফল — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮চ: কমিউনিয়ন সেবা — যীশুর শেষ ভোজ ছিল পাসওভার
- পরিশিষ্ট ৮ছ: নাজারীয় ও মানতের আইনসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮জ: মন্দির-সংক্রান্ত আংশিক ও প্রতীকী আনুগত্য
- পরিশিষ্ট ৮ঝ: ক্রুশ এবং মন্দির

## ভূমিকা

শুরু থেকেই ঈশ্বর নির্ধারণ করেছিলেন যে তাঁর আইনের কিছু অংশ কেবল একটি নির্দিষ্ট স্থানে পালন করা হবে — সেই মন্দিরে, যেখানে তিনি তাঁর নাম স্থাপন করতে বেছে নিয়েছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ 12:5-6; দ্বিতীয় বিবরণ 12:11)। ইস্রায়েলের জন্য প্রদত্ত বহু বিধান — বলিদান, উপহার, শুদ্ধিকরণের আচার, মানত এবং লেবীয় যাজকত্বের দায়িত্ব — একটি বাস্তব বেদী, হারুনের বংশধর যাজকগণ এবং এমন একটি শুদ্ধতার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করত, যা কেবল তখনই বিদ্যমান ছিল যখন মন্দির দাঁড়িয়ে ছিল। কোনো নবী, এমনকি যীশুও কখনো শিক্ষা দেননি যে এই আদেশগুলো অন্য কোনো স্থানে স্থানান্তর করা যেতে পারে, নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে, প্রতীকী প্রথা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে, কিংবা আংশিকভাবে পালন করা যেতে পারে। প্রকৃত আনুগত্য সবসময়ই সরল ছিল: হয় আমরা ঠিক সেইভাবেই পালন করি, যেভাবে ঈশ্বর আদেশ করেছেন, নতুবা আমরা আনুগত্য করছি না: “আমি তোমাদের যা আদেশ দিচ্ছি, তাতে কিছু যোগ করো না এবং কিছু বাদ দিও না; বরং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আদেশগুলো পালন করো” (দ্বিতীয় বিবরণ 4:2; আরও দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ 12:32; যিহোশূয় 1:7)।

## পরিস্থিতির পরিবর্তন

খ্রিস্টাব্দ 70 সালে যিরূশালেমের মন্দির ধ্বংস হওয়ার পর পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। আইন পরিবর্তিত হয়নি — ঈশ্বরের আইন নিখুঁত ও চিরস্থায়ী — কিন্তু এই নির্দিষ্ট আদেশগুলো পালনের জন্য ঈশ্বর যেসব উপাদান নির্ধারণ করেছিলেন, সেগুলো আর বিদ্যমান নেই। মন্দির নেই, বেদী নেই, পবিত্রভাবে নিযুক্ত যাজক নেই, এবং লাল গাভীর ছাইও নেই — ফলে মোশি, যিহোশূয়, দাউদ, হিজকিয়, এজরা এবং প্রেরিতদের প্রজন্ম যে আনুগত্য বিশ্বস্তভাবে পালন করেছিল, তা আজ হুবহু পুনরাবৃত্তি করা আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব। সমস্যা অনিচ্ছা নয়; সমস্যা হলো অসম্ভবতা। ঈশ্বর নিজেই সেই দ্বার বন্ধ করেছেন (বিলাপগীতি 2:6-7), এবং কোনো মানুষেরই অন্য কিছু উদ্ধাবনের অধিকার নেই।



চিত্রশিল্পী ফ্রানচেস্কো হায়েজের আঁকা চিত্র, যেখানে খ্রিস্টাব্দ 70 সালে দ্বিতীয় মন্দিরের ধ্বংস দেখানো হয়েছে।

## উদ্ধাবিত বা প্রতীকী আনুগত্যের ভ্রান্তি

তবুও, বহু মেসিয়ানিক আন্দোলন ও গোষ্ঠী ইস্রায়েলীয় জীবনের উপাদান পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতে গিয়ে এই আইনগুলোর সংক্ষিপ্ত, প্রতীকী বা নতুনভাবে উদ্ধাবিত রূপ তৈরি করেছে। তারা তোরাতে আদেশ না দেওয়া উৎসব পালন করে। তারা “উৎসবের মহড়া” ও “ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভোজ” উদ্ধাবন করে, যা একসময় বলিদান, যাজকস্ব ও পবিত্র বেদীর উপর নির্ভর করত। তারা এই সৃষ্টিগুলোকে “আনুগত্য” বলে, অথচ বাস্তবে সেগুলো কেবল বাইবেলীয় ভাষায় মোড়ানো মানবীয় উদ্ধাবন। উদ্দেশ্যটি আন্তরিক মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য অপরিবর্তিত থাকে: যখন ঈশ্বর প্রতিটি বিবরণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তখন আংশিক আনুগত্য বলে কিছু নেই।





পশ্চিম প্রাচীর, যা কান্নার প্রাচীর নামেও পরিচিত, মিরুশালেমের সেই মন্দিরের একটি অবশিষ্টাংশ যা খ্রিস্টাব্দ 70 সালে রোমানদের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।

## ঈশ্বর কি তিনি যা নিষেধ করেছেন তা করার আমাদের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন?

আজ যে সবচেয়ে ক্ষতিকর ধারণাগুলোর একটি প্রচলিত রয়েছে, তা হলো এই বিশ্বাস যে মন্দির-নির্ভর আদেশগুলো পালন করতে আমরা “সর্বোচ্চ চেষ্টা” করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন — যেন মন্দির ধ্বংস তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটেছিল এবং আমরা প্রতীকী কাজের মাধ্যমে তাঁকে কোনোভাবে সন্তুষ্ট দিতে পারি। এটি একটি গুরুতর ভুল বোঝাবুঝি। ঈশ্বর আমাদের তাৎক্ষণিক উদ্ধাবনের প্রয়োজন করেন না। তিনি প্রতীকী বিকল্প চান না। এবং আমরা যখন তাঁর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজের মতো করে আনুগত্যের সংস্করণ তৈরি করি, তখন তিনি সম্মানিত হন না। যদি ঈশ্বর আদেশ করে থাকেন যে কিছু আইন কেবল সেই স্থানে পালন করতে হবে, যা তিনি বেছে নিয়েছেন, সেই যাজকদের দ্বারা যাদের তিনি নিযুক্ত করেছেন, এবং সেই বেদীতে যা তিনি পবিত্র করেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ 12:13-14), তবে অন্য কোথাও — বা অন্য কোনো রূপে — সেগুলো পালনের চেষ্টা ভক্তি নয়; তা হলো অবাধ্যতা। মন্দির দুর্ঘটনাবশত অপসারিত হয়নি; তা ঈশ্বরের আদেশেই অপসারিত হয়েছে। তিনি নিজে যা স্বগিত করেছেন, আমরা তা পুনর্গঠন করতে পারি — এমন আচরণ বিশ্বস্ততা নয়, বরং ধৃষ্টতা: “সদাপ্রভু কি বলিদান ও হোমবলি ততটাই পছন্দ করেন, যতটা তিনি তাঁর কণ্ঠের প্রতি আনুগত্য পছন্দ করেন? দেখো, আনুগত্য বলিদানের চেয়ে উত্তম” (১ শমুয়েল 15:22)।

## এই ধারাবাহিকের উদ্দেশ্য

এই ধারাবাহিকের উদ্দেশ্য হলো এই সত্যটি স্পষ্ট করা। আমরা কোনো আদেশ প্রত্যাখ্যান করছি না। আমরা মন্দিরের গুরুত্ব খাটো করছি না। আমরা কোন আইন মানবো আর কোনটি উপেক্ষা করবো — এমন নির্বাচনও করছি না। আমাদের লক্ষ্য হলো স্পষ্টভাবে দেখানো: আইন কী আদেশ করেছিল, অতীতে এই বিধানগুলো কীভাবে পালন করা হয়েছিল, এবং কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না। আমরা কোনো সংযোজন, অভিযোজন বা মানবীয় সৃজনশীলতা ছাড়াই শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো (দ্বিতীয় বিবরণ 4:2; দ্বিতীয় বিবরণ 12:32; যিহোশূয় 1:7)। প্রত্যেক পাঠক বুঝতে পারবেন যে আজকের এই অসম্ভবতা বিদ্রোহ নয়; বরং ঈশ্বর নিজেই যে কাঠামো নির্ধারণ করেছিলেন, তার অনুপস্থিতি।

অতএব, আমরা ভিত্তি থেকেই শুরু করছি: আইন প্রকৃতপক্ষে কী আদেশ করেছিল — এবং কেন এই আনুগত্য কেবল তখনই সম্ভব ছিল, যখন মন্দির বিদ্যমান ছিল।